5

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 29 MAR 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

…ক্ষার বেহাল দশা

গাউসুর রহমান

… কি?
… যেখানে মিছিল … বিস্ফোরণ, বিদ্বেষের … বনাম অন্য বিভাগের … করেছে বুয়েটের ঐতিহ্য। … নামে এই যে দড়ি টানাটানি সাধারণ ভর্তি পরীক্ষার ছাত্রছাত্রীরা কাহাতক আর সহ্য করবে? ভর্তিচ্ছু সোনার কাঠি ছুঁয়ে যারা বুয়েটের করিডোর স্বপ্নের মারাতে চায়, তারা কেন দুঃস্বপ্নে নিপতিত হবে? হয়রানি আর অনিশ্চয়তার হুলিয়া মাথায় নিয়ে ঘুরবে?

জীবনের সকল নীতির রাজা হচ্ছে শৃংখলা আর নিয়মানুবর্তিতা। অনিয়মের পায়ে পায়ে কেন ঘুরবে ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি? আজতক কেন বুয়েটের ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে সর্বজনীন কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল না? ভর্তি পরীক্ষার নীতি- … দায়িত্ব কার? বিশ্ববিদ্যালয়ের না অন্য …র? সাধারণ ভর্তি পরীক্ষার্থীদের কর্তৃপক্ষের অনিয়ম আর সিদ্ধান্তহীনতার দায় কেন মাথায় নিয়ে ঘুরতে হবে?

ভর্তি পরীক্ষায় এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার নম্বরের কোন পার্সেন্টেজই যেখানে আমলে আনা হয় না, সেখানেও কেন কর্তৃপক্ষের এই গাফিলতি,.. নিদারুণ রসিকতা? পাঠমনস্ক, অসাধারণ মেধাবী, মেধা তালিকায় স্থান লাভকারী ছাত্রছাত্রীদেরও সেখানে ভর্তি হওয়ার জন্য সাধারণ প্রথম বিভাগ পাওয়া ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে গলদঘর্ম হতে হয়, সেখানে তো কোনভাবেই কর্তৃপক্ষের গাফিলতি, স্বেচ্ছাচারিতাকে মেনে নেয়া যায় না। এমনিতেই উচ্চবিত্ত পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীরা উচ্চ শিক্ষার জন্যে বিদেশে পাড়ি জমায়, তার উপর মেধাবী, মাধ্যমিক কিংবা নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলেরা যদি সুস্থ ও স্বাভাবিক পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে না পারে, তাহলে তারা দেশে থাকবে কেন? খোঁজখবর করে একটা বৃত্তি কিংবা অন্য কোন সুবিধা নিয়ে তারা যদি বিদেশে পাড়ি জমায়, তাহলে কি অন্যায় হবে?

মেধা পাচার নিয়ে জাতি যে মুহূর্তে শঙ্কিত, সে মুহূর্তে এ ধরনের ছলনার পাশা খেলা কেন? ভর্তি পরীক্ষার্থীরা তো এখন স্নায়ুর চাপে ভুগছে, তাদের মনমানসিকতাও আর আগের মতো ভর্তি পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত নয়। তারা ভেবে নিয়েছে যে, বেশ কিছুদিন সময় নিয়ে ভর্তি পরীক্ষার নতুন নীতিমালা তৈরি হওয়ার পরই তাদের ভর্তি পরীক্ষার জন্যে হলে বসতে হবে। এমতাবস্থায় ভর্তি পরীক্ষায় তাদের বসানো হয়, তাহলে কি তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না?

অনিয়মের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে বুয়েটের ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি নিয়ে। জীবনের বিভিন্ন লক্ষ্যের মতো শিক্ষা-শিখরে পৌঁছানোর সোপানগুলো পেরোনোর প্রক্রিয়া হলো ভর্তি পরীক্ষা। বুয়েটের ভর্তি পরীক্ষার্থীরাও এক যুগের সাধনে কাঙ্ক্ষিত সোপানে উত্তরণের জন্যেই ভর্তি পরীক্ষার মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। এর সঙ্গে তাদের শিক্ষার সিদ্ধিও জড়িত। ভর্তি পরীক্ষায় পদ্ধতিটাই এমন যে, এটিই এখন শুধু অধ্যয়ন নামক তপস্যার ফলপ্রাপ্তির সমার্থক বিবেচিত হচ্ছে। সেই পরম অনুষ্ঠানটিই যদি অধঃপতিত হয়, তবে পতন বুয়েটের নয়, শিক্ষার্থীর নয়, সামগ্রিকভাবে শিক্ষারই অধঃপতন সেটা। তাই পরীক্ষার সঙ্গে পরীক্ষা পদ্ধতিও পরিমেয়। অথচ বুয়েটের ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে চলছে নৈরাজ্য। সেখানে 'একাডেমিক স্কোর' কোন মূল্যই পাচ্ছে না। পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে এই যে স্বেচ্ছাচারিতা, খামখেয়ালিপনা, সর্বোপরি নৈরাজ্য, তা পবিত্র অনুষ্ঠানটিকে প্রহসনে পরিণত করেছে।

বর্তমান বিজ্ঞান যখন সবকিছুর অনুপুঙ্খ পরিমাপে সমর্থ, তখন মেধা পরিমাপের আমাদের এই ভর্তি পরীক্ষা নামক ব্যবস্থাটি চলছে আন্দাজে, অবৈজ্ঞানিক এবং অনৈতিক পদ্ধতিতে। আর তাই সার্বিকভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে, যাচাই করে বুয়েটের ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি প্রণয়ন করতে হবে। প্রয়োজনে 'একাডেমিক স্কোর'ও আমলে আনতে হবে। নির্দিষ্ট, গ্রহণযোগ্য একটা পার্সেন্টেজ ভর্তি পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে যোগ করতে হবে। মেডিক্যালের ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রেও যেমনটি হয়। যেমনটি হয় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, বিচার-বিশ্লেষণ করে যাচাই করার প্রবণতা যখন কোন জাতির ঘরের জীবন ও বাইরের জীবনে প্রতিফলিত হয়, তখনই তাকে বলা যাবে আধুনিক শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল জাতি। অধ্যবসায়ের মাধ্যমে জাতির জন্যে যে মেধাবী সন্তানরা তৈরি হয়, সেখানে একমুখী যোগ্যতাই কেবল বিবেচ্য বিষয় নয়। বিবেচ্য বিষয় বহুমুখী যোগ্যতা। যে বহুমুখী যোগ্যতার দাম বর্তমানে বুয়েটের ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতিতে নেই। তাছাড়া, বিশেষ একটি মহল নানা ছুতোয় ঘোলা জলে মাছ শিকারে লিপ্ত হয়েছে বলেও মনে হয়।

বুয়েটের ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে যে সংকট তৈরি হয়েছে, সে সংকট মোচন করতে হবে ভেবেচিন্তে। বর্তমানের অসহনীয় পরিস্থিতির উৎসমূল খুঁজে বের করতে হবে। ভেবে-দেখতে হবে যে, ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে কেন বিচিত্র সমস্যার সৃষ্টি হলো? পরীক্ষার্থী, শিক্ষার্থীদের কেন আন্দোলনে জড়াতে হলো? শিক্ষকগণই-বা কেন একযোগে পদত্যাগ করলেন? ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে অলংঘনীয় প্রায় বাধা কোথায়? স্বার্থচক্র সক্রিয় আছে কিনা? থাকলে কিভাবে আছে? কার স্বার্থে আছে?

বুয়েটের ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে ঢক্কা নিনাদ আর নয়। কিছুটা সময় নিয়ে, ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্তে আসা উচিত। ভর্তি পরীক্ষার জন্যে সুনির্দিষ্ট, গ্রহণযোগ্য এবং সর্বজনীন নীতিমালা তৈরি করে তারপর পরীক্ষার্থীদের হলে বসানো উচিত। পরীক্ষা পদ্ধতির ক্ষেত্রে ভুলভ্রান্তির অবসান ঘটাতে হবে, বাঞ্ছিত ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি চালু করতে হবে। প্রয়োজনে কিছুদিন সময় নিয়ে হলেও। এমনিতেও ভর্তির বহুদিন পর এখানে ক্লাস শুরু হয়ে থাকে।

[গাউসুর রহমান, প্রভাষক, বাংলা, ফুলবাড়িয়া ডিগ্রি কলেজ, ময়মনসিংহ।]

SHEET — OF — SHEETS
3. SYSTEM
…STICS